সম্পাদকীয়

গীর্জায় গীর্জায় বর্ষশেষের সুমধুর ঘন্টাধ্বনি বরণ করছে ইংরাজী নববর্ষকে (২০১৩)। পৌষের ঘন কুজ্ঝটিকার আবরণে আমরা পিছনে ফেলে রেখে এলাম আরেকটি বছরকে। নতুন বছরের অনাগত দিনগুলিতে নতুন উদ্দীপনা, সদ্‌ভাবনা ও সৎকর্মাদির শপথ আমাদের পাথেয় হউক।

ফেলে আসা বর্ষটির প্রায় অন্তিমলগ্নে, গত ৭-৮ ডিসেম্বর, আমাদের আশ্রমিক অস্তিত্বে এক আধ্যাত্মিক নব অধ্যায়ের সূচনা হল শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাক্ষেত্র ও তৎসংলগ্ন ভক্তনিবাসের দ্বারোদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে। শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক সাধনা ও দিগ্‌দর্শনের বিমূর্ত্ততা এই শ্রীক্ষেত্র। একাধারে মা অন্নপূর্ণা ও শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দনজীউ এই ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই যুগল দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার এক গূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মা প্রকৃতপক্ষে অন্যতম দশমহাবিদ্যা শ্রীশ্রীভৈরবীমাতার পঞ্চভৌতিক জগৎ-অন্তর্গত রূপ। সৃষ্টিতত্ত্বের ক্রমবিকাশে শ্রীশ্রীজগন্মাতা যখন পূর্ণরজোগুণে ষোড়শী রূপে সৃষ্টিকে করেন পূর্ণবিকশিত ও সমৃদ্ধ, তখন সত্ত্বগুণের উন্মেষে সাধকহৃদয়ে পরাবিদ্যার মুমুক্ষতা সৃষ্টিকারী দেবীই হলেন মা ভৈরবী বা অন্নপূর্ণা । যে পরমপুরুষ থেকে এই সৃষ্টির প্রারম্ভ, দেবী অন্নপূর্ণার পূর্ণকৃপায় যোগীহৃদয়ে সেই পরমব্রহ্মের সাথে পুনর্মিলনের আধ্যাত্মিক বীজ বপণের সূচনা।

অখণ্ড মহাপীঠস্থ পুণ্যমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজগণের পুণ্য অভিষেক লগ্নের চতুর্থ বার্ষিকী সমাগত। এই পুণ্যলগ্নে আমরা ভক্তি-অবনত চিত্তে স্মরণ করি প্রজাপতি ব্রহ্মার সেই ''চতুঃসন'' মানসপুত্র — সনক, সনাতন, সনন্দন ও সনৎকুমার-কে যাঁরা চিরব্রহ্মচারী, পরমব্রহ্মর্ষি ও বর্ত্তমানকল্পে যোগ সাধনার পথিকৃত। সৃষ্টির আদিলগ্নে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সমভিব্যহারে, ভগবান নারায়ণ শ্রীহরির হংসরূপী অবতারের কাছে যাঁরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন অষ্টাদশ সূক্তসমন্বিত শ্রীগোপালমন্ত্র ও বিষয়-নিমজ্জিত, প্রবৃত্তিবদ্ধ মানব মনের উদ্ধার-নিমিত্ত নিবৃত্তিমার্গের যোগদর্শন। এই যোগদর্শন নারদমুনি কর্তৃক বাহিত হয়ে কালান্তরে রোপিত হয় শ্রীনিম্বাকাচার্য্যের অন্তরে যাঁর সাধনপথের আধ্যাত্মিক ক্রমধারায় সৃষ্টি হয় বৈষ্ণব তত্ত্বের পথিকৃত ''সনকাদি সম্প্রদায়'' বা ''নিম্বার্ক সম্প্রদায়''।

প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ব্রহ্মাপুত্র নারদ ঋষিই আমাদের আরাধ্য শ্রীশ্রীলাহিড়ী মহাশয় এবং ঋষি সনৎকুমার, যিঁনি চতুঃসনের সর্বকনিষ্ঠ ও সর্বগুণান্বিত, তিঁনিই তস্যগুরু পরমারাধ্য মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের প্রতি নারদাদিষ্ট শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের ''যুগলমূর্ত্তি-আরাধনা'' তত্ত্বই আমাদের অন্নপূর্ণাক্ষেত্রে শ্রীশ্রীমায়ের স্থাপিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-জনার্দ্দন বিগ্রহের মধ্যে অন্তর্নিহিত।

আজ গুরুবন্দনার পুণ্যলগ্নে মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে, হিরণ্যগর্ভের এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রজাপতি ব্রহ্মা ও তাঁহার ব্রহ্মর্ষি মানসপুত্রগণের চরণকমলে নিবেদন করে আমরা ধন্য হলাম।

Editorial

The church bells chimed to usher in the English New Year (2013). We have left behind another memory-laden year, shrouded in foggy mist of the departing year. We prepare ourselves with renewed vigour and take a vow to make the incoming days spiritually fulfilling.

Toward the end of last year, a very important event, having great underlying spiritual significance, was solemnized at our Ashram on 7th and 8th December with the inauguration of Sree Sree Annapurna Kshetra and the adjoining Bhakta Nivas by Sree Sree Maa. This edifice marks the fulfillment of one of the spiritual visions of Sree Sree Maa. Maa Annapurna and Sree Sree Laxmi-Janardan-jiu are the presiding deities of this Kshetra. Maa Annapurna is, within the realms of nature, the manifestation of Sree Sree Bhairavi Mata (one of the forms of Dasamahavidya) who ignites the flicker of desire in the minds of yogis to embark upon penance with the pursuit of reunification with Param Brahman, the supreme Being, the origin of all forms of creation.

Every January brings in a special occasion for celebration in the minds of the followers of Sree Sree Maa because we observe the anniversary of the enthronement of our Guru Maharajas inside our temple deity during 13th and 14th of this month. This year too, we shall observe fourth anniversary of that milestone event.

On this auspicious occasion, we remember with great reverence the four great "mind-creations" of Lord Brahma – Sanak, Sanatan, Sanandan and Sanatkumara. They are all vowed celibates, radiantly adorned with Brahmavidya and the pioneers of Yogic philosophy in the current age ("kalpa") of the earth. At the dawn of civilization, these great sages, along with their spiritual creator Brahma, obtained the eighteen-syllable Gopala Mantra and the Yogic doctrine that arrests the indulgence ("prabritti") of human mind and brings it back to the path of renunciation ("nibritti") in the journey towards attainment of emancipation. This philosophical wisdom was preached by them to the divine sage Narada who, in turn, initiated the great saint Shri Nimbarkacharya to this doctrine. The spiritual followers of Nimbarkacharya constitute the "Sanakadi Sampradaya" or "Nimbarka Sampradaya", the vaishnavite cult.

In spiritual eye, Shri Shri Lahiri Mahashaya is the human embodiment of the Shri Shri Narada and our revered Mahavatar Babaji Maharaj is none other than the divine sage Sanatkumara, the son of Brahma. The doctrine of combined ("jugal") worship of Laxmi-Narayana, as propounded by Narada, has actually been manifested in the enthronement of Laxmi-Janardan idols at Annapurna Kshetra by Sree Sree Maa.

On the pious occasion of Guruswaranam and Makara Sankranti Day, we humbly dedicate this issue of Hiranyagarbha to the holy feet of Parampita Brahma and his spiritually illustrious sons.